✪ কয়েকটি ধ্বনিসূত্র ঃ

♦ গ্রীমের সূত্র (Grimm's Law) ঃ

মূল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অল্পপ্রাণ অঘোষ, অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ এবং মহাপ্রাণ ঘোষবৎ ধ্বনি গ্রীক, লাতিন, প্রাচীন ভারতীয় আর্য প্রভৃতি শাখায় মোটামুটি অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু জার্মানিক শাখায় এই ধ্বনিগুলির পরিবর্তন ঘটেছে। জার্মানিক শাখার বিভিন্ন ভাষার ব্যাকরণসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করে য্যাকব্ গ্রিম্ (Jacob Grimm) একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং *Deutshe Grammatik* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁর সিদ্ধান্ত সূত্রবদ্ধ করে প্রকাশ করেন। তিনটি সূত্রের মাধ্যমে জার্মানিক শাখার ধ্বনিপরিবর্তনের ব্যাপারটি গ্রীম্ ব্যাখ্যা করেছিলেন। সূত্র তিনটি এই ঃ

(১) মূল ভাষায় অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শ ধ্বনি জার্মানিক শাখার ভাষায় মহাপ্রাণ অঘোষ স্পর্শ ধ্বনিতে পরিণত হয়। যেমন সংস্কৃত পিতৃ, গ্রীক্ পতের্ লাতিন পতের্। কিন্তু পূর্বী জার্মানিক বা গথিকে ফাডার্ (Fadar) জার্মানিতে ফাতের্ (Vater) সংস্কৃত পঞ্চ জার্মানিতে 'ফিনেফ্' ইংরাজিতে ফাইভ, ইত্যাদি। সুস্পষ্ট যে প্রথম তিনটি ভাষার বা ধ্বনি অবিকৃত অবস্থিত কিন্তু গথিকে তা 'ফ' এ পরিণত। যেহেতু ইংরাজি পশ্চিম জার্মানি শাখারই একটি উপভাষা, তাই সেখানেও জার্মান ভাষার এই বৈশিষ্ট্য উপস্থিত। তাই সংস্কৃত পিতা, ইংরাজিতে 'ফাদার্' এরূপ সংস্কৃত 'ত্রি' ইংরাজি 'থ্রি', সংস্কৃত 'দন্ত' ইংরাজিতে 'টুথ্'। সংস্কৃত দন্তের অন্ত্য 'ত' কার ইংরাজি 'টুথে'র অন্ত্য 'থ' কার ইত্যাদি।

(২) মূলভাষার অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ স্পর্শধ্বনি জার্মানিক ভাষায় পরিণত হয়েছে অল্পপ্রাণ অঘোষ স্পর্শধ্বনিতে। যেমন সংস্কৃত গৌঃ, জার্মানে 'কু' (kuh) এবং ইংরাজিতে কাউ (cow)। সংস্কৃতে (আ)-√গম্, ইংরাজিতে 'কম্' (come); সংস্কৃত দশ, গ্রীক ডেকা (Deka), লাতিন 'ডেসেম' (Decem), গথিক ফানহাম (Fanhum), ইংরেজি চেন ইত্যাদি।

(৩) মূলভাষার মহাপ্রাণ ঘোষবৎ স্পর্শধ্বনি জার্মানিক ভাষায় পরিণত হয়েছে অল্পপ্রাণ ঘোষবৎ ধ্বনিতে। যেমন সংস্কৃত 'ভ্রাতা' জার্মানিতে 'ব্রুডের' ইংরাজিতে 'ব্রাদার'। 'ভ' 'ব'-এ পরিণত। এরূপ সংস্কৃত 'ঘাস' ইংরাজি 'গ্রাস্' 'ঘ' 'গ' এ পরিণত।

এই তিনটি সূত্রকে একত্র করে একটি সূত্রে পরিণত করে বলা যায় ঃ

মূল ভাষার বর্গীয় চতুর্থ, তৃতীয় এবং প্রথম স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি জার্মানিক শাখার ভাষায় যথাক্রমে বর্গীয় তৃতীয়, প্রথম এবং দ্বিতীয় (উষ্ম) ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে অধ্যাপক রাস্ক্ এই নিয়মটি প্রথমে লক্ষ্য করেছিলেন। বিস্তৃত ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে গ্রীম্ বিষয়টি উপস্থাপিত করেছিলেন বলেই তাঁরই নামানুসারে সূত্রটির নাম **গ্রীমের সূত্র** (Grimm's Law)।

Scanned with CamScanner